<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>
<u>দেওয়ানী আপীল বিচারক্ষেত্র</u>
<u>আপীল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ
সম্মানীয় বিচারপতি হরিষ ট্যান্ডন
এবং
সম্মানীয় বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

২০০২ সালের এফ এ টি ৬৬৭
ওরিয়েন্টাল বীমা কোম্পানি লিমিটেড
বনাম
মেসার্স. আর. আর. এন্টারপ্রাইজ

আপিলকারীর পক্ষেঃ

শ্রী রাজদীপ ভট্টাচার্য, উকিল

শ্রী রাজেশ সিং, উকিল।

উত্তরদাতার পক্ষেঃ

শ্রী উৎপল **বোস, উকিল**

শ্রী আরিক ব্যানার্জি, উকিল

বিচারঃ ১৭.১০.২০২৩

<u>বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসঃ-</u>

১. ১৯৮৯ সালের ১৭ নং অর্থ মামলার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুরের ৫ম আদালতের বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন) কর্তৃক প্রদত্ত ২৮.১১.২০০১ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রিকে চ্যালেঞ্জ করে আপিলকারী/বীমা কোম্পানি তাৎক্ষণিক আপিল দায়ের করেছে, যেখানে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত বিবাদীর পক্ষে মামলাটি ডিক্রি দিয়েছে (এখানে)।

২. বিতর্কিত রায় এবং ফরমান দ্বারা ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হওয়ায়, আপিলকারী/বীমা সংস্থার নির্দেশে তাৎক্ষণিক আপিল করা হয়েছে।

৩. বিবাদী/বাদী বীমা কোম্পানির কাছ থেকে ৩৩,৯৭,০২৫/- টাকার অর্থ আদায়ের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন। বাদী ছোলা এবং অন্যান্য কৃষি পণ্যের একজন আমদানিকারক এবং ভারতে তুর্কি ছোলা পাঠানোর জন্য সিঙ্গাপুরের মেসার্স দীপক ট্রেডিং কোম্পানি এবং মেসার্স ভাইজোগুল্লারি তারিনুরান্তেরি টিয়ারড এ.এস.-এর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সেই কারণে, বিবাদী/বাদী উক্ত পণ্যের জন্য সামুদ্রিক বীমা জারি করার জন্য বীমা কোম্পানি/আপিলকারীর কাছে যান এবং ২২.০৫.১৯৮৬ তারিখে প্রিমিয়ামের উপযুক্ত পরিমাণের জন্য একটি চেক সহ একটি প্রস্তাব দেন। আপিলকারী/বীমা কোম্পানি আপিলকারীর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং একটি সামুদ্রিক বীমা পলিসি জারি করে পণ্যের জন্য কভারেজ প্রদান করতে সম্মত হয়।

৪. এরপর, ১১.০৫.১৯৮৬ তারিখে তুরস্কের মেরসিন বন্দর থেকে বিবাদীর পণ্যসম্ভার নিয়ে জাহাজ এম.ভি. সি ক্লাউড যাত্রা শুরু করে কিন্তু বৈরুত বন্দরে পৌঁছানোর পথে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় এবং বৈরুত বন্দরে পৌঁছানোর পর পণ্যসম্ভারটি এম.ভি. সি ক্লাউড থেকে এম.ভি. রামায় স্থানান্তরিত হয়। বৈরুত বন্দর থেকে যাত্রা করার কিছুক্ষণ পরেই এম.ভি. রামা জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটে এবং বিবাদী/বাদির পণ্যসম্ভার নিয়ে সমুদ্রে ডুবে যায়।

৫. পণ্যসম্ভারের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক বীমা পলিসির ভিত্তিতে উত্তরদাতা/বাদী বীমা সংস্থার বিরুদ্ধে তার দাবি পছন্দ করেন এবং তার দাবির সমর্থনে সমস্ত নথি সরবরাহ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে,

আপিলকারী/বীমা কোম্পানি মেরিন ইন্স্যুরেন্স পলিসির অধীনে তার দায় অস্বীকার করে উত্তরদাতার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল যা এই কারণে উত্তরদাতার কাছে জারি করা হয়েছিল যে উত্তরদাতা বস্তুগত তথ্য প্রকাশ করেননি। সেই উত্তরদাতার উত্তরে/বাদী আবেদনকারীর করা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। যেহেতু আপিলকারী/বীমা সংস্থা উত্তরদাতার অনুরোধে কাজ করেনি, বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে, এই উত্তরদাতা আদালতের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাত্ক্ষণিক মামলাটি দায়ের করেছিলেন সুদ সহ ৩৩,৯৭,০২৫ টাকার জন্য ফরমান চেয়েছে।

৬. আপিলকারী/বীমা কোম্পানি বিচারিক আদালতে হাজির হন এবং বাদীর অভিযোগ অস্বীকার করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন। বীমা কোম্পানির আপিলকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ২৭.০৫.১৯৮৬ তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে, বিবাদী ভারতে আমদানি করতে ইচ্ছুক পণ্যের জন্য বীমা পলিসি পাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী, আপিলকারী/বীমা কোম্পানিকে প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছিল, যারা পরবর্তীতে কভার নোট জারি করেছিল যাতে শর্ত ছিল যে পণ্যগুলি লয়েডের রেজিস্টার বা সমমানের শ্রেণীর জাহাজ অনুসারে পাঠানো হবে যা ১৫ বছরের বেশি হবে না। আপিলকারী/বীমা কোম্পানির অবস্থান হল যে বাদী বীমা কোম্পানিকে জানাননি যে তারা বীমা পলিসির কভার নোটে উল্লেখিত শর্তাবলী মেনে চলে কিনা, কিন্তু অনুসন্ধানের পর আপিলকারী জানতে পারেন যে এম.ভি. সি ক্লাউড ১৫ বছরের বেশি বয়সী এবং লয়েডের রেজিস্টারে ছিল না। আপিলকারী/বীমা কোম্পানি আরও বলেছে যে তারা বিবাদীকে জানিয়েছে যে বীমা পলিসি জারি করা যাবে না এবং ইতিমধ্যেই তাদের দ্বারা জারি করা কভার নোট বাতিল করা হবে।

৭. এই মামলায়, একজন সাক্ষীকে পিডব্লিউ ১ হিসাবে বাদীর পক্ষে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং একজন সাক্ষীকে বিবাদীর পক্ষে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং কিছু নথি উভয় পক্ষের পক্ষে প্রদর্শিত হয়েছিল।

৮. এখন, মূল প্রশ্ন হল যে ঘটনার সময় পক্ষগুলির মধ্যে সামুদ্রিক বীমার চুক্তি ছিল কি না।

৯. আপিলকারী/বীমা কোম্পানি স্বীকার করেছে যে বিবাদী/বাদী সামুদ্রিক বীমা পলিসির প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু আপিলকারীর ধারণা অনুযায়ী, দুর্ঘটনাটি বীমা কভারেজ নেওয়ার আগেই ঘটেছিল। সুতরাং, বীমা কোম্পানি বিবাদীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। আপিলকারীর আরও বক্তব্য হল যে, যদিও বিবাদীর প্রাথমিক পণ্যসম্ভার এম.ভি. সি ক্লাউডের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে, বিবাদীর পণ্যসম্ভার অন্য একটি জাহাজে পাঠানো হয়েছিল যা বিস্ফোরণের শিকার হয়েছিল এবং পণ্যসম্ভার সহ পুরো জাহাজটি সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল এবং তাই আপিলকারী দাবিকৃত পরিমাণ পরিশোধ করতে বাধ্য নন।

১০. আপিলকারী লিখিত বিবৃতি দাখিল করে বলেন যে বিবাদী বীমা পলিসি পাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন এবং বীমা কোম্পানি/আপিলকারী তা গ্রহণ করেছিলেন এবং লয়েডের নিয়ম অনুসারে পণ্য পরিবহনের শর্ত সহ একটি কভার নোট জারি করেছিলেন এবং যদিও আপিলকারীকে পণ্য পরিবহন সম্পর্কে বিবাদী অবহিত করেছিলেন কিন্তু তারা কখনও শর্ত মেনে চলার কথা প্রকাশ করেননি। কিন্তু সাক্ষ্য দেওয়ার সময় Dw1 স্বীকার করেছেন যে বীমা সংক্রান্ত পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তি ছিল এবং বিবাদীকে পলিসি নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং বিবাদীর দ্বারা প্রদত্ত প্রিমিয়াম সম্পর্কেও স্বীকার করেছেন। এই সাক্ষী আরও স্বীকার করেছেন যে বাদী সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করেছেন যেমন জিনিসপত্র, পণ্যের পরিমাণ এবং জাহাজের নাম, উৎপত্তিস্থলের বন্দর

এবং সমাপ্তির বন্দর, প্রকাশ করেছেন। ডি. ডব্লিউ. ১ স্বীকার করেছে যে বীমা সংস্থাটি বীমা পলিসি জারি করে ট্রানজিট পণ্যগুলি আচ্ছাদিত করতে সম্মত হয়েছিল এবং উত্তরদাতার পক্ষে আচ্ছাদিত নোট জারি করা হয়েছিল।

১১. সুতরাং আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে বীমা কোম্পানি বিবাদীকে বীমা পলিসি জারি করেছে এবং চালানের জন্য অতিরিক্ত বয়স্ক প্রিমিয়াম গ্রহণ করেছে এবং বিবাদী কোনও কিছুই গোপন করেনি। প্রদর্শনী ২ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে কোনও শর্ত ছাড়াই অর্থের রসিদ জারি করা হয়েছিল। DW1-এর জবানবন্দি দেওয়ার সময় এই সাক্ষী বলেছেন যে বীমা কোম্পানি শর্তাবলী অনুসারে বীমা কভারেজ গ্রহণ করেছে কিন্তু তারা সেই শর্তাবলী দেখাতে সক্ষম হয়নি। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট যে প্রদর্শনী ২-তে কোনও শর্তাবলী নেই এবং আপিলকারী উক্ত সন্দেহগুলি দূর করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং, এটি বলা যায় যে বিবাদী সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন এবং যার উপর কোম্পানি/আপিলকারী সন্তুষ্ট বলে বীমা পলিসি জারি করেছেন। এই সাক্ষী আরও স্বীকার করেছেন যে বিবাদী বিষয়টি জানার সাথে সাথেই ঘটনাটি সম্পর্কে বীমা কোম্পানিকে অবহিত করেছিলেন।

১২. যদিও, ডি. ডব্লিউ. এল-এর দাবি, তিনি আদালতে বীমা পলিসি পেশ করতে পারতেন, কিন্তু কার্যত তিনি তা করেননি। আরও প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারীকে উত্তরদাতার কাছে জারি করা বীমা পলিসির জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তা সাড়া দেয়নি বা মেনে নেয়নি যা আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে।

১৩. ১/ও থেকে ১/ই প্রদর্শন করে এবং ১ থেকে ১/বি প্রদর্শন করে যা মূল বিল এবং চালানগুলি প্রতিফলিত করে যে উত্তরদাতা পণ্যসম্ভারের মালিক হওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করেছেন। প্রমাণ দেওয়ার সময় ডি ডাবলু ১ স্বীকার করেছে যে বীমা সম্পর্কিত পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি ছিল এবং সংস্থাটি উত্তরদাতাকে পলিসি নম্বর বরাদ্দ করেছিল এবং এই উত্তরদাতা সেই বীমা কভারেজের জন্য প্রিমিয়ামও প্রদান করেছেন। এটি আরও

এই সাক্ষী দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে যে, উত্তরদাতা পণ্যের সমস্ত বিবরণ, পণ্যের পরিমাণ, জাহাজের নাম, উৎপত্তিস্থল এবং সমাপ্তির বন্দর সরবরাহ করেছেন এবং তাঁর সংস্থা উক্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে। সুতরাং, জাহাজের বয়স সম্পর্কে উত্তরদাতার দ্বারা তথ্য দমন করার কোনও প্রশ্নই উঠবে না।

১৪. আমরা ১৯৬৩ সালের সামুদ্রিক বীমা আইনের ৫৯ ধারাটি খতিয়ে দেখতে পারি, যা বোঝায়-

"যেখানে, বিপদের কারণে, মধ্যবর্তী বন্দর বা স্থানে সমুদ্রযাত্রা বিঘ্নিত হয়, এমন পরিস্থিতিতে, যেমন, পণ্য বা অন্যান্য চলমান পণ্য অবতরণ এবং পুনরায় পাঠানোর ক্ষেত্রে মাস্টারকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য জাহাজের চুক্তির কোনও বিশেষ শর্ত থেকে একটি অংশ, বা তাদের স্থানান্তর এবং তাদের গন্তব্যে পাঠানোর ক্ষেত্রে, বীমাকারীর দায়বদ্ধতা অবতরণ বা স্থানান্তর সত্ত্বেও চলতে থাকে। "

১৫. এই ক্ষেত্রে, জাহাজটি এম.ভি. সি ক্লাউড থেকে এম.ভি. রামায় কার্গো পরিবহন করা হয়েছিল এবং এটি এম.ভি. সি ক্লাউডের যান্ত্রিক সমস্যার কারণে তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি বিবাদীর দাবিকে প্রভাবিত করতে পারে না। আপিলকারীর ক্ষেত্রে এটি নয় যে বিবাদীর অবহেলার কারণে কার্গো হারিয়ে গেছে এবং যদি তারা দাবি করে তবে আদালতের সামনে পলিসি চাপিয়ে তা করা যেতে পারে। রেকর্ডে থাকা উপকরণ থেকে আরও দেখা যায় যে এম.ভি. সি ক্লাউডস কর্তৃক চালানের আওতায় থাকা পক্ষগুলির মধ্যে একটি বৈধ সামুদ্রিক বীমা চুক্তি ছিল। পক্ষগুলির ক্ষেত্রে এটি নয় যে বিবাদীর অবহেলার কারণে কার্গোর ক্ষতি হয়েছে তবে আপিলকারী/বীমা কোম্পানি আদালতের সামনে পলিসি উপস্থাপন করে আবেদনটি গ্রহণ করতে পারে। Dw1 তার সাক্ষ্যে বলেছে যে তিনি বীমা উপস্থাপন করতে পারেন

কিন্তু তিনি তা করেননি। সুতরাং, পণ্যসম্ভারের মালিক হওয়ার কারণে উত্তরদাতার বীমাকৃত স্বার্থ ছিল। তদনুসারে, উত্তরদাতা/বাদী আবেদনকারী/বীমা সংস্থার কাছ থেকে অর্থ পুনরুদ্ধারের অধিকারী।

১৬. সুতরাং, আমরা দেখতে পাই যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায়ে কোনও ত্রুটি নেই এবং এতে হস্তক্ষেপ করার মতো কিছুই নেই।

১৭. তদনুসারে, আবেদনকারী/ওরিয়েন্টাল বীমা কোম্পানি লিমিটেডের তাত্ক্ষণিক আপিল এতদ্বারা খারিজ করা হয়। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

১৮. ১৯৮৯ সালের ১৭ নং অর্থ স্যুট সম্পর্কিত বিদ্বান বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত ২৮.১১.২০০১ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং ফরমান এতদ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৯. সংযুক্ত আবেদনগুলি যদি থাকে সেগুলিও তদনুসারে নিষ্পত্তি হিসাবে বাতিল করা হয়।

২০. আপিলকারী/বীমা সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সম্পূর্ণ পরিমাণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ সহ সম্পূর্ণ ফরমানটাল পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে।

২১. পুরো প্রক্রিয়াটি এই ক্রমের তারিখ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে।

২২. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে দেওয়া হোক।

আমি একমত।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন) **(বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস)**

<u>পরেঃ</u>

উন্মুক্ত আদালতে রায় প্রদানের পর, আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আপত্তিকর আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য প্রার্থনা করেন।

আমরা আপত্তিকর আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না।

এইভাবে, প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন)

(বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal